দৈনিক
ইত্তেফাক

20 FEB 2003
পৃষ্ঠা ১৬ কলাম ৫

আড়াই থেকে তিন হাজার শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বন্ধ হয়ে যেতে পারে

রেজানুর রহমান ॥ লেখাপড়ার মানের অবনতির কারণে অবশেষে দেশের আড়াই থেকে তিন হাজার শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বন্ধ করার প্রাথমিক সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছে। বোর্ডের পরীক্ষায় উদ্বেগজনক পাশের হার, প্রশাসনিক অনিয়ম ও দুর্নীতিসহ নানাবিধ কারণ এর জন্য দায়ী। শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের একটি সূত্র জানায়, দেশের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহের উপর (১৫শ পৃঃ ১-এর কঃ দ্রঃ)

আড়াই থেকে তিন হাজার

(শেষ পৃঃ পর)

বছরব্যাপী এক জরিপ শেষে দেখা গেছে ২৮ হাজার স্কুল, কলেজ, মাদ্রাসার মধ্যে শতকরা ১০ থেকে ১৫ ভাগের অবস্থা খুবই করুণ। এসব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে প্রশাসনিক কোন নিয়মনীতি মানা হয় না। কাগজ-কলমে ছাত্র-ছাত্রীর নাম আছে। কিন্তু ক্লাসে উপস্থিতির হার শূন্যের কোটায়। কোন কোন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে সারা বছর ছাত্র-ছাত্রী না থাকলেও এসএসসি ও এইচএসসি পরীক্ষার সময় শীতের পাখির মত ছাত্র-ছাত্রী হাজির হয়। ভুয়া নামে এমপিও ভুক্তি দেখিয়ে কোন কিছু শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে অর্থ হাতিয়ে নেয়া হচ্ছে। সবচেয়ে বড় কথা, এইসব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে বছরের পর বছর ধরে বোর্ডের পরীক্ষায় পাশের হার কমে যাচ্ছে। এমন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানেরও নজীর পাওয়া গেছে যেখানে উল্লেখযোগ্য সংখ্যক শিক্ষক-শিক্ষিকা বেতনের সরকারী অংশ নিয়মিত গ্রহণ করেন কিন্তু নিয়মিত ক্লাস নেন না। ছাত্র-ছাত্রীদের পরীক্ষার ফলাফল নিয়েও তাদের কোন মাথা ব্যথা নেই। জরিপ কার্যক্রমে দেখা গেছে বিভিন্ন সময় রাজনৈতিক চাপে হঠাৎ করে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলা হয়েছে। এমপিও ভুক্তির পর প্রতিষ্ঠানের লেখাপড়ার উন্নতি সাধনে কোন পদক্ষেপ নেয়া হয়নি। সূত্রটি জানায়, আড়াই থেকে ৩ হাজার শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের নামের তালিকা অচিরেই প্রকাশ করা হবে। জাতীয় সংসদে প্রসঙ্গটি উত্থাপন করা হতে পারে।